বই কারিগর পরিবেশ-চর্চা গ্রন্থমালা ১

অভ্যাস বদলের কাল ও বাংলায় পরিবেশ চর্চা

হিরণ্ময় মাইতি

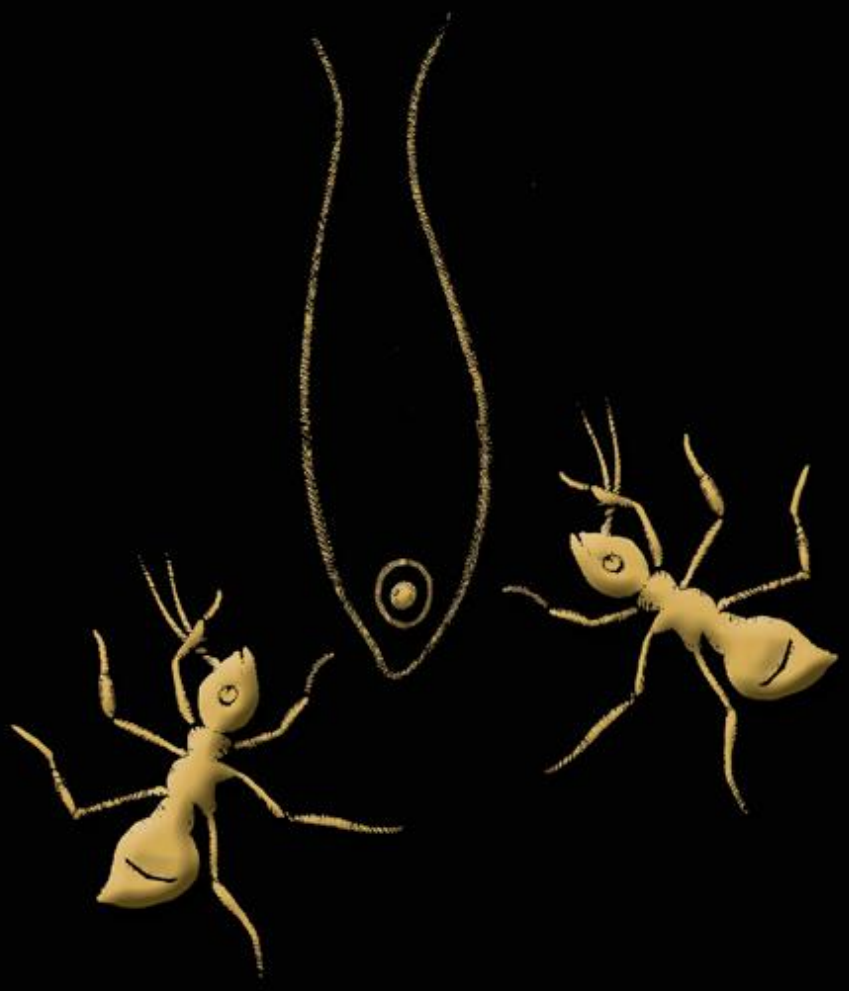

বিষয়সূচি

একটি-দুটি কথা / ৯

প্রথম পর্ব
১. পুকুর-নির্মাণ, জল-কৃষ্টি ও একটি ব্যাকহো লোডারের গল্প / ১৪
২. গ্রাম বাংলার বিপন্ন বন্যজন্তু ও উদাসীন আমরা / ২০
৩. বিষ-বঙ্গ ও ঘাস-মারা-লোক / ২৬
৪. পরিবেশ সুরক্ষার স্থানীয় মডেল ও নির্বাচনী ইস্তাহার / ৩৯
৫. পি-পু-ফি-শু ও তার প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ / ৪৫
৬. জল, জলাশয় ও জল নিকাশি ব্যবস্থা / ৪৯
৭. ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল গঙ্গার ঘাটগুলি / ৫২
৮. ক্যামেরা কাঁধে ওই ছেলে-মেয়ের দল ও প্রকৃতিপাঠের নতুন দিগন্ত / ৫৮
৯. বহুমাত্রিক বাংলার অন্যতম প্রকাশ আঞ্চলিক রান্নার ঐতিহ্য / ৬৩
১০. সব অন্ধকারেই আলোর দাগ / ৭০
১১. নির্ভরতার সূত্র ও অনাথ চড়াই পাখি / ৭৩

দ্বিতীয় পর্ব
১. নোয়ার পছন্দ ও আমাদের হিসেব নিকেশ / ৭৮
২. বিশনইদের গ্রাম, নিগুনা শিকারি ও প্রথম পক্ষী অভয়ারণ্য / ৮১
৩. জীবিত প্রাণী কেনা বেচার চক্র / ৮৫
৪. প্রথম বিশ্বের বাতিল বিষ ও আমরা / ৮৮
৫. সম্ভ্রমের দূরত্ব ও প্রকৃতি পাঠ / ৯২
৬. সংরক্ষণই ভালোবাসা / ৯৪

তৃতীয় পর্ব
১. জীবন সর্দার ও প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর / ৯৭
২. কুশল মুখার্জী ও পাখি দেখা / ১০২
৩. শুভঙ্কর পাত্র ও সবুজ রবিবার / ১০৫
৪. রতনলাল ব্রহ্মচারী ও বাঘ গবেষণা / ১০৮

লেখার পরিচিতি / ১১১
লেখক পরিচিতি / ১১২

সকালের দিকে কাজের লোকজন জুটলে হৈ চৈ বাড়লে বড়ো ড্রেনের খোঁদলে, পুরানো ইটের আড়ালে চলে যায়। আত্মগোপন। কখনো সখনো চারপাশ নীরব হলে দিনের বেলাতেও শিকারে বেরোয় আর অভ্যেসবশত নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসার চেষ্টা করে। ফুট দেড়েকের শরীরটা নিয়ে একই পথে বারবার যেতে যেতে সরু পথের নিশানা তৈরি হয়ে যেত একসময়। উল্টে এখন শরীরে দাগ পড়ে।

সেই সব ফাঁক ফোকরওয়ালা ইকো-ফ্রেন্ডলি-বেড়া উঠে গিয়ে এসেছে ইট আর ঢালাইয়ের প্রাচীর, একই পাড়া আজ অসংখ্য টুকরো টুকরো প্লটে ভেঙে গেছে। মাটি ছুঁয়ে চলা বেজিদের ছোটো পরিসরের 'করিডর'গুলো আজ বন্ধ। ওদের চলাচলের ভরসা ড্রেন। যদিও আমাদের বহুমুখী ব্যবহারে ড্রেন আজ নোংরা ফেলার নিরাপদ ঠিকানা। দিনে শিকারের সুযোগ এখন কমে গেছে। ইঁদুর, ছুঁচো, ব্যাঙ, গিরগিটি, কাঁকড়াবিছে, তেঁতুলে বিছে আর সাপে সীমাবদ্ধ এদের খাবারের তালিকা। সেই তালিকা থেকে ব্যাঙ, কাঁকড়াবিছে, তেঁতুলেবিছে আর গিরগিটিরা এখন উধাও হওয়ার পথে।

দুরন্ত কুশলী শিকারি এই পড়শিরা এখন ঘর ছাড়া হয়ে, অনাথ হয়ে, গ্রাম বাংলার বাস্তুতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ মুছে যাওয়ার আগে শেষের দিন গুনছে। যেমন এখন আর দেখাই যায় না সজারু, ভোঁদড়, খ্যাঁকশেয়াল, খরগোশ, বাঘাডাঁশাদের মতো গ্রাম বাংলার ছোটো স্তন্যপায়ী বন্যজন্তুদের।

এই বাংলায় এখন সব কিছু কাঁচামাল। উন্নয়নশীল দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য সে সব কিছুকে কাঁচামাল হিসেবে দেখে। হয় কেনো, নয় বেচো। বেচো তোমার পুকুর, তোমার চাষের জমির মাটি, তোমার বড়ো গাছ, তোমার বাড়ির পিছনের দু-কাঠা জায়গা, তোমার জমির নীচের জমা জল। বেচো তোমার নদীর বালি, তোমার পাথর, তোমার পাহাড়ি গ্রাম, তোমার পুরানো বাড়ি। এই কেনা আর বেচার মাঝখানে রয়েছে একদল মানুষ, যারা কেউ কিনলেও লাভ করে আর কেউ বেচলেও লাভ করে। বিগত বছর কুড়ি ধরে সারা বাংলা জুড়ে এই সব কাঁচামাল-খুঁজেফেরা-লোকজনের দাপট ক্রমবর্ধমান। উন্নয়নের আধুনিক মডেলটি এসে বোঝাল যা কিছু কংক্রিটের তা ভালো। তাই উন্নতি। কী করে যেন কাদা আর মাটি খুব খারাপ হয়ে উঠল আমাদের কাছে। তাই ঘরের উঠোনটিও বাঁধানো হয়ে গেল।

অজ্ঞতা, উদাসীনতার সঙ্গে মিলে গেল উন্নয়নের নিষ্ঠুরতা।

চাষের জমির বেড়াগুলো নাইলনের জাল দিয়ে আটকে দেওয়া শুরু হল।

অল্প সময়ে অনেক দূর ঘিরে ফেলা যায়, প্রচলিত সামগ্রী দিয়ে বেড়া দেওয়ার চেয়ে জাল-লাগানো-বেড়া বানাতে কম টাকা লাগে। সেই জালের ফাঁসে আটকে বেঘোরে মারা যাচ্ছে গোসাপ, গিরগিটি। চাষ বদলেছে, চাষিও বদলেছে।

শীতের সময় হাইব্রিড কুলগাছ, গ্রীষ্মের সময় ফলন্ত লিচু গাছ, জামরুল গাছ সস্তার এই নাইলন সুতোর জাল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। দিনে অসংখ্য পাখি আর রাতে আটকা পড়ছে বড়ো বাদুড়, কলা বাদুড় আর চালতা বাদুড়। নির্মম সেই দৃশ্য কাউকে

বিষ উৎপাদক ও পরিবাহক কোম্পানিগুলো সহজে তাই মুনাফা করে আমাদের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে।

জিনিস নয়। জল বেরোনোর পথ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, তাই জল আজ উঠোন পেরিয়ে আমাদের দোরগোড়ায় হাজির। অন্যের চোখ এড়িয়ে ফেলে দেওয়া সেই নোংরার পুঁটলি, ক্যারিব্যাগ সবই সেই জলে ভেসে এসে আমাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সংস্কৃতি বা কৃষ্টির ধারণা শুধু সাহিত্য, ভাষাচর্চা, সঙ্গীত, চিত্রকলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার দাবার, সিনেমা চর্চার মধ্যে সীমিত হয়ে থাকল। তার বাইরে বৃহত্তর জীবনচর্চার মধ্যে পরিবেশের জন্যে যে বিপুল ভালোবাসা ছিল, বোঝাপড়া ছিল যা আমাদের বন্যা-খরায় বাঁচিয়ে রেখেছিল তা ক্রমশ ভুলে গেলাম। মাটির সঙ্গে বন্ধুতা আর জলকে গভীর ভালোবাসার নানাদিক উপেক্ষিত হওয়ার মাসুল দিতে শুরু করেছি আমরা। জল-মাটি-বাতাস-গাছপালার সযত্ন পরিচর্চা ছাড়া স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। শুধু জল নিকাশির পথগুলো নয়, দখল হয়ে যাচ্ছে ছোটো ছোটো নদীর সোঁতা, বর্তির বিলের মতো মজে আসা অসংখ্য বিল। একশো দিনের কাজের নমুনা হল পে-লোডার দিয়ে পুকুর সংস্কার, যেন পুকুর হল মাটির মধ্যে বড়ো একটা জলভর্তি গর্ত। গৃহ নির্মাণের মতো পুকুরেরও নির্মাণ কৌশল আছে, তাই তো আজও বহু বছর পেরিয়ে পুকুর দিঘিগুলি বেঁচে আছে। কিন্তু আমরা কবে জানব সে সব?